দৈনিক খোঁজ খবর

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 19 • Date : 19th June • বর্ষ - ১ • সংখ্যা - ১৯ • তারিখ - ৪ আষাঢ় • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়: এক আগস্ট থেকে ফের শুরু একশো দিনের কাজ

খোঁজখবর, কলকাতা:- তিন বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে বাংলায় আবার চালু হতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের একশো দিনের কাজের প্রকল্প। বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়ে দিল, আগামী ১ অগস্টের মধ্যেই রাজ্যে এই প্রকল্প পুনরায় শুরু করতে হবে। আদালতের এই রায়ে স্বস্তি পেলেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ।

দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিরুদ্ধে এই প্রকল্পের অর্থ আটকে রাখার অভিযোগ উঠছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রের দাবি ছিল, একাধিক জেলায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এবং প্রকল্পের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার হয়নি। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের দাবি ছিল, কেন্দ্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে বাংলার সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিচ্ছে।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম কড়া ভাষায় বলেন, “১০টি আপেলের মধ্যে কয়েকটি পচা থাকলে গোটা বাক্সটাই ফেলে দেওয়া যায় না।” তিনি স্পষ্ট জানান, “প্রায় তিন বছর ধরে প্রকল্প বন্ধ। এটা চলতে পারে না। লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এখন প্রকল্প শুরু করতেই হবে”।

হাইকোর্ট এও জানিয়েছে, দুর্নীতি রোধে কেন্দ্র নিজস্ব নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে পারে, কিন্তু সেই যুক্তিতে এতদিন ধরে প্রকল্প বন্ধ রাখা কখনওই যুক্তিসঙ্গত নয়।

স্বস্তিতে বাংলার শ্রমজীবী মানুষ

তবে রাজ্য সরকারের দিক থেকেও একাধিক অনিয়মের প্রশ্ন তুলেছে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন জেলায় দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এলেও রাজ্য প্রশাসন তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেয়নি, যা হতাশাজনক। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। হাইকোর্টের নির্দেশে এবার ফের সেই অধিকার ফিরে পেতে চলেছেন রাজ্যের গ্রামের অসংখ্য মানুষ। আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, “রাজ্য প্রস্তুত। কেন্দ্র যদি টাকা পাঠায়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করব”।

আপাতত ১ অগস্টের দিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের অস্বস্তি! মমতাবালা ঠাকুরকে প্রকাশ্যে কটূক্তির অভিযোগ পঞ্চায়েত উপপ্রধানের বিরুদ্ধে

খোঁজখবর, নিজস্ব প্রতিনিধি:- ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল যে কতটা গুরুতর রূপ নিচ্ছে, তা ফের সামনে এল উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গায়। প্রকাশ্য মঞ্চে দলের রাজ্যসভার সাংসদ ও মতুয়া পরিবারের সদস্য মমতাবালা ঠাকুরকে কটূক্তি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলেরই এক পঞ্চায়েত উপপ্রধানের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা ঘিরে শাসক দলের অন্দরে চরম অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে, গোবরডাঙ্গায় একুশে জুলাই উপলক্ষে তৃণমূলের প্রস্তুতি সভায়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক সহ জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেই সভার মধ্যেই গোপালনগর চৌবেরিয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান সুনীল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি মমতাবালা ঠাকুরকে কটূক্তি করেন এবং গোটা মতুয়া সমাজকেই অপমান করেন।

মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামীরা দাবি করেছেন, শুধু সাংসদকে নয়, মতুয়া সমাজের ভাবাবেগেও আঘাত করা হয়েছে। তাঁরা দ্রুত সুনীল সরকারের গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন।

যদিও সুনীল সরকার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমি কাউকে গালিগালাজ করিনি। সাংসদ যখন জেলা সভাপতি ও পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন আমি বলি, এই বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সভায় আলোচনা করুন। যদি প্রমাণ হয় আমি গালাগালি করেছি, আমি আইনের এর পর তিন পাতায়

বর্ষা আসন্ন, কপালে চিন্তার ভাঁজ দাসপুরে নদীর ভাঙা বাঁধ এলাকার মানুষজনের

খোঁজখবর, কল্যান মন্ডল ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর : বর্ষা এলো বলে। মাঝে মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টিতে সিঁটিয়ে দাসপুর ১ নম্বর ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক অংশের মানুষ গুলো। শীলাবতীর বাঁধে রাজনগর গঙ্গা তলার কাছে প্রায় ১৫ বছর ধরে ভাঙা বাঁধ। এই অংশ দিয়েই রাজনগরের পাশাপাশি নিজ নাড়াজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৫ টি মৌজার বন্যার জল নিকাশ হয় জল গিয়ে পড়ে রামদেবপুর এলাকার কাঁসাই বা শিলাবতীতে। বছরের পর বছর ধরে বাঁধের এই অংশ ভাঙা ছিল। সম্প্রতি ভাঙা বাঁধের এই অংশে সুইলিস গেট নির্মানের কাজ চলছে। প্রথমে বেশ খুশি ছিলেন এলাকাবাসী। কিন্তু সম্প্রতি গ্রামবাসীদের অভিযোগ সুইলিস গেটের যে মুখ যে মুখ দিয়ে জল নিকাশ হবে আকার আয়তনে তা যথেষ্টই ছোটো। বিপুল পরিমান জলের চাপ সহ্য করতে পারবে না এই নির্মান। তার উপর বর্ষা নামলো বলে। কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। এখনই বৃষ্টি নামলে আশঙ্কার মেঘ জমে গ্রামবাসীদের বুকে। তবে দাসপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার পাত্রের আশ্বাস চিন্তার কারণ কিছু নেই। সুইলিস গেটের মুখে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা যা আছে তা দিয়ে অনায়াসে বন্যা বা বর্ষার সব জল দ্রুতই নিকাশ হবে। আর বর্ষার আগেই কাজ শেষ হবে। তেমনই নির্দেশ দেওয়া আছে ঠিকাদারদের।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা গায়েব কাণ্ডে এবার সিআইডির জেরার মুখোমুখি প্রাক্তন উপাচার্য

বর্ধমান ১৮ জুন : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা উধাও হয়ে যাওয়া কাণ্ডের তদন্তে প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাই চন্দ্র সাহাকে তলব করেছিল সিআইডি। সেই তলব মোতাবেক আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই বর্ধমানের সিআইডি দফতরে পৌছে যান প্রাক্তন উপাচার্য।সিআইডি অফিসারদের জেরার মুখোমুখি হয়ে দুপুর ২ টো ২০ মিনিট নাগাদ তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে এদিন সিআইডি দফতরে ঢোকার সময় এবং বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের করা কোন প্রশ্নের উত্তর নিমাই বাবু দেন নি। “নো কমেন্টস‘ প্লিজ আমাকে যেতেদিন“-এইটুকু কথা বলেই নিজের আইনজীবীর সঙ্গে টোটো চেপে তিনি বেরিয়ে যান।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ২০২৩ সালের মার্চ - এপ্রিল মাস নাগাদ উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের “তিনটি ফিক্সড ডিপোজিট“ প্রি ম্যাচুরিটি করিয়ে অচেনা ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করার অভিযোগ ওঠে। এমন ঘটনায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাদের যোগ সাজশ থাকার অভিযোগ নিয়ে তখন বিস্তর জলঘোলাও হয়।তা নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হলেও বর্ধমান থানায় এফ আই আর করা হয় প্রায় এক বছর বাদে। এফ আই আর দায়েরে এত বিলম্ব নিয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই ওঠে নানান প্রশ্ন। সেই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার দেবমাল্য ঘোষ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন।ঘটনার দু’বছর পরেও উধাও হয়ে যাওয়া প্রায় দু’কোটি টাকার সন্ধান এখনো

মেলেনি।এমনকি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কেউ সাজাও পায়নি।

এমত পরিস্থিতিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে ‘ক্যাগ’-কে রিপোর্ট পেশ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট।’ইডি’ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্নীতি নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে।পাশাপাশি হাই কোর্ট রাজ্য সরকারকেও তদন্তের রিপোট আদালতে জমা দিতে বলেছে। জানা গিয়েছে ৩০ জুন আদালত একসঙ্গে সব রিপোর্ট খতিয়ে দেখবে।তার প্রাক্কালে সিআইডি ও পুলিশ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ২কোটি টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনার তদন্তে নামে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ’ক্লু’ পায়।তদন্তকারী পুলিশ ও সিআইডি কর্তারা জানতে পারেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কলকাতার বিজয়গড়ের ঠিকাদার সুব্রত দাস-সহ একাধিকজনের অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল। পুলিশ ও সিআইডি ওই ঠিকাদারকে গ্রেফতার করে। পরে বর্ধমান ও খণ্ডঘোষের দু’জন এবং রাস্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে এর পর তিন পাতায়

পূর্ব ভারতে নিজেদের ফোকাস আরও জোরদার করল মণিপালসিগনা হেলথ ইনশিওরেন্স; উপস্থিতি এবং পরামর্শদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা রয়েছে

পারিজাত মোল্লা, ভারতের অন্যতম অগ্রগণ্য স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানি মণিপালসিগনা হেলথ ইনশিওরেন্স পূর্ব ভারতের উপর ফোকাস বাড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে ৪২টা শহরে এই বিমা কোম্পানির উপস্থিতি এবং পূর্বাঞ্চলে ১০,০০০-এর বেশি পরামর্শদাতা রয়েছেন। কোম্পানির পরিকল্পনা হল খুচরো বাজারে উপস্থিতি, শাখা নেটওয়ার্ক দ্বিগুণ করা এবং আরও ১০,০০০ পরামর্শদাতা নিয়োগ করা। এই অঞ্চলে জোরালো বৃদ্ধির পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। কোম্পানি ২০২৫ আর্থিক বর্ষে ₹১৩০ কোটি+ গ্রস ডিরেক্ট প্রিমিয়াম রিটন (GDPW) তুলেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ₹৫৫ কোটির বেশি।

জেনারেল ইনশিওরেন্স কাউন্সিল (GIC)-এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, স্ট্যান্ডঅ্যালোন স্বাস্থ্য বিমাকারীরা ২০২৫ সালের মে মাসে গতবছরের তুলনায় ১০% বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। মণিপালসিগনা ৪৩% প্রিমিয়াম বৃদ্ধি ঘটিয়ে এই সেক্টরের বৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই বৃদ্ধি SAHI-গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ, যা মণিপালসিগনার শক্তিশালী আঞ্চলিক কৌশল এবং ক্রেতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রোডাক্ট ডিজাইনের প্রতিফলন।

গত তিন বছরে কোম্পানি পূর্ব ভারত জুড়ে ₹২০০ কোটি হেলথ ক্লেম পে করেছে, তার মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ₹৮০ কোটি। চিকিৎসার প্রয়োজনের মুহূর্তে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হওয়ার দায়বদ্ধতার এটা দৃষ্টান্ত।

স্বপ্না দেশাই, চিফ মার্কেটিং অফিসার, মণিপালসিগনা হেলথ ইনশিওরেন্স, বললেন "পূর্ব ভারতে স্বাস্থ্য বিমার নাগাল সম্প্রসারিত করার জোরালো সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে আধা-শহর এবং ক্রমশ তৈরি হওয়া বাজারগুলোতে। সর্বাহ-র মত সমাধান – যা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে 'মিসিং মিডল'-এর জন্যে – কলকাতায় আমাদের নতুন ব্যবসায় ৫০ শতাংশের বেশি অবদান রাখছে। সর্বাহ দিয়ে আমরা ভাল মানের চিকিৎসাকে আরও বেশি নাগালের মধ্যে এবং সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসছি।"

এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো এখনো জটিল। হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের মত অসংক্রামক রোগ (NCD) বাড়ছে। অন্যদিকে যক্ষ্মা আর ডেঙ্গুর মত সংক্রামক রোগও টিকে আছে। এই দ্বিমুখী বোঝা সার্বিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনকে চিহ্নিত করে।

মণিপালসিগনার প্রোডাক্ট সম্ভার ডিজাইন করা হয়েছে একথা মাথায় রেখেই। সর্বাহ ছাড়া অন্য সেরা পারফর্ম করা প্ল্যানগুলোর মধ্যে আছে:

ইন্দাস ব্লকে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন, আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ

খোঁজখবর, অভিজিৎ সরকার, বাঁকুড়া: গত দুদিন ধরে টানা মুষলধারে বৃষ্টির ফলে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পূর্ব বর্ধমান সহ একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, এবং বাস্তবে তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ইন্দাসসহ গোটা অঞ্চলে।

সোমবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে টানা ভারী বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যমতে, বৃষ্টির পরিমাণ আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও একই রকম থাকতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য, প্রয়োজন ছাড়া কেউই বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না।

এদিকে, একদিকে দীর্ঘদিনের দাবদাহের পরে এই বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি বয়ে আনলেও, ইন্দাস ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বহু কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে কিছু অঞ্চলে জল ঢুকে পড়েছে বাড়িঘরে ও চাষের জমিতে।

আকাশ এখনও কালো মেঘে ঢাকা এবং বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে।

ক্যানেলের লক গেট ভেঙে গুরুতর জখম এক

খোঁজখবর, বলরাম চক্রবর্তী, বাঁকুড়া :-ক্যানেলের লক গেট দিয়ে জল বের হওয়া দেখতে গিয়ে গুরুতর যখম হন এক ব্যক্তি জানা যায় আহত ব্যক্তির নাম ষষ্ঠী লোহার বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর বাড়ি জয়পুর থানার রাউতখন্ড অন্তর্গত সুজারগড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ক্যানেলের গেট দিয়ে জল বের হওয়া দেখতে গিয়ে কাঁধে থাকা গামছাটি ক্যানেলের নিচে পড়ে যায় গামছাটি তুলতে গেলে সেই সময় ঘটে-বিপত্তি। গেটের লক ভেঙে গায়ের উপর পড়ে যায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তিকে প্রথমে জয়পুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা যায়। এই ঘটনা চাউর হওয়ার পর থেকেই কংসাবতী লক গেট মেরামতির কাজ শুরু করে। পরিবারের লোকজনের দাবি ষষ্ঠীর পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করুক কংসাবতী সেচ প্রকল্প।

কলকাতার কেন্দ্রে সি.সি. সাহা মেডিসেন্টারের উদ্বোধনে মন্ত্রী শশী পাঁজা

পারিজাত মোল্লা,কলকাতা: পূর্ব ভারতের শ্রবণ পরিচর্যা শিল্পে অগ্রগতি আনার ক্ষেত্রে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান, ৯০ বছর পুরনো সি.সি. সাহা লিমিটেড সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবায় তাদের যাত্রা শুরু করল সি.সি. সাহা মেডিসেন্টার চালুর মাধ্যমে। এটি একটি অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং পলিক্লিনিক, যা কলকাতার কেন্দ্রস্থল এসপ্লানেডে অবস্থিত।

সি.সি. সাহা মেডিসেন্টার আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন মাননীয়া মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা, যিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তর এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সি.সি. সাহা মেডিসেন্টার কলকাতার সকল স্তরের মানুষের কাছে উচ্চমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে, যা স্বাস্থ্যসেবায় উৎকর্ষের প্রতি প্রতিষ্ঠানের অটুট প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় তুলে ধরে। এটি একটি প্রচেষ্টা যাতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, বিশেষ করে প্রয়োজনীয় মহিলাদের জন্য নিয়মিত মেডিকেল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক পরিকাঠামো এবং অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের একটি দলের সাহায্যে সি.সি. সাহা মেডিসেন্টার রক্তপরীক্ষাসহ বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক পরিষেবা দেবে, যার মধ্যে রয়েছে বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহের সুবিধা, আল্ট্রাসাউন্ড সোনোগ্রাফি (ইউএসজি), ইকো কার্ডিওগ্রাফি এবং ইসিজি। এছাড়াও, এই ক্লিনিকে জেনারেল মেডিসিন, শিশু রোগ, স্ত্রী রোগ, ইএনটি এবং হৃদরোগ সহ একাধিক বিভাগে চিকিৎসকদের আউট-পেশেন্ট পরামর্শদানের সুবিধাও থাকবে।

"একজন সুস্থ নারী একটি সুস্থ পরিবার এবং শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলেন। এই ভাবনা থেকেই সি.সি. সাহা মেডিসেন্টার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এটি আমাদের একটি উদ্যোগ, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহজলভ্য করে তোলা সম্ভব হবে, বিশেষ করে সেই সব মহিলাদের জন্য, যাঁরা প্রকৃতভাবে এর প্রাপ্য। সি.সি. সাহা মেডিসেন্টারে সমাজের সব স্তরের মানুষ বিশ্বমানের ডায়াগনস্টিক ও পরামর্শদাতা পরিষেবার সম্পূর্ণ প্যাকেজ খুঁজে পাবেন," বলেছেন সি.সি. সাহা লিমিটেড-এর ডিরেক্টর বিক্রম সাহা।

জমি বিবাদে দাদার ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত ভাই কুলতলিতে

খোঁজ খবর, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হলেন এক ব্যক্তি। অভিযুক্ত তারই দাদা ও ভাইপো। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকপীর গ্রামে। আহত ব্যক্তি যুধিষ্ঠির সরদারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক জমি জমা নিয়ে বিবাদ চলছিল দাদা পঞ্চু সরদার ও ভাইপোদের সঙ্গে। মঙ্গলবার সেই বিবাদের সময় আচমকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কথা কাটাকাটির মাঝেই পঞ্চু ও তার ছেলে হঠাৎই ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় যুধিষ্ঠির ওপরে। এবং পর পর আঘাত করা হয় তার শরীরে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে।সেখানে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলে মঙ্গলবার রাতে কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যুধিষ্ঠির।আর তারপর এই ঘটনা তদন্তে নামে কুলতলি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেল,তার অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চু সরদারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে তবে এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল

গ্রামের রাস্তা বেহাল, চলাচলের অযোগ্য! গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

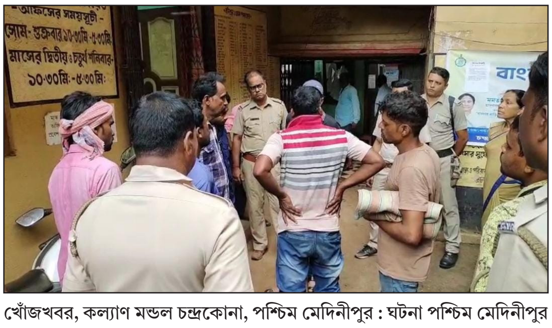

খোঁজখবর, কল্যাণ মন্ডল চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর : ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের বান্দিপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাগড়াপাড়া গ্রামের।বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের দাবি,খাগড়াপাড়া গ্রামে প্রায় একশোর উপর বসতি রয়েছে,গ্রামে ঢোকার জন্য মোরাম রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত অযোগ্য হয়ে উঠেছে।বেহাল রাস্তা মেরামতের জন্য আগেও পঞ্চায়েতে জানানো হয়েছে।এবার সেই বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে রীতিমতো তালা ঝুলিয়ে দেয়,পাশাপাশি বিক্ষোভও দেখায়।ঘটনার খবর যায় পেয়ে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে।বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ,পরে পুলিশের আশ্বাসে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা খুলে দেওয়া হয়।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

ইমামবাড়ার গাছ বাঁচাতে পথে নামল মানুষ, বিজ্ঞান মঞ্চের হস্তক্ষেপে রক্ষা পেল সবুজ

হুগলী:বুধবার চুঁচুড়া ইমামবাড়ায় হাজি মহম্মদ মহসিনের সমাধিস্থলের পাশে চুপিসারে কেটে ফেলা হচ্ছিল কিছু ফলন্ত গাছ। খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ব্যান্ডেল মগরা বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দেখতে পান, এলাকাবাসীর তীব্র প্রতিবাদে সাময়িকভাবে গাছ কাটা বন্ধ হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও সেখান থেকে বেশ কিছু গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল নিঃশব্দে সেই সময় বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিবাদে গাছ কাটা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। আজ ফের সেই কাজ শুরু হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ। জেসিবি দিয়ে কেটে ফেলা হয় গাছের বহু ডাল।

ঘটনার খবর জানতে পেরে বনদপ্তর ও পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে

এক অভিযুক্তকে আটক করে।সবুজ রক্ষার এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও বিজ্ঞান মঞ্চের তৎপরতাই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করল ঐতিহাসিক স্থানের গাছগুলিকে। একদিকে যখন জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে বিশ্ব চিন্তিত, তখন এই ছোট্ট জয় প্রকৃতির পক্ষেই এক বড় বার্তা। হাজী মোহাম্মদ মহসিন ওয়াকফ স্টেট সূত্রে জানা গেছে, ওয়াকাফ স্টেটের মেডিসিন কমিটি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যাদের হাতে দিয়েছিল তারা কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই এ গাছ কেটেছে। ওয়াকাপ স্টেট এর উচিত ছিল বিষয়টা দেখভাল করার কিন্তু তারা সেটা করেনি।

বাগুইআটিতে ভুয়ো কল সেন্টারে পুলিশের হানা গ্রেফতার ৬, উদ্ধার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ

খোঁজখবর, অলোক আচার্য, বাগুইআটি: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগুইআটি থানার অন্তর্গত সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্টে এবার ধরা পরল ভুয়ো কল সেন্টার। এই ঘটনায় যারা গ্রেফতার হয়েছে তারা বিভিন্ন রাজ্যের মানুষদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে কম সুদে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিত। বাগুইআটি থানা এই ঘটনার তদন্তে নেমে মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার কেস নম্বর ৩৮২/২০২৫। উদ্ধার হয়েছে বৈদ্যতিন সরঞ্জাম ল্যাপটপ মোবাইল ফোন। ধৃত ছয়জনকে সোমবার আদালতে পাঠিয়ে সাত দিন পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে বাগুইআটি থানা। এই চক্রে আর কারা যুক্ত রয়েছে তা জানতে তদন্ত চলছে। অপরদিকে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট

তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাতে, এয়ারপোর্ট থানা একটি লরি (WB-95A-7260) আটক করে তল্লাশি চালায় এবং কোনো বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ বাজি সহ লরিটি আটক করে ।মোট প্রায় ৩০০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় 98/25 (ধারা 223/287/288 BNS সহ পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপন আইন, 1955 এর 24 নম্বর ধারা ও বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1981 এর 37 নম্বর ধারা) একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়। লরিটিকে আটক করে নিষিদ্ধ বাজিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। লরিতে থাকা চালক চন্দন দাস ও সহকারী সোমনাথ গাইনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলার তদন্ত চলছে।

ঐতিহ্যের অপমৃত্যু: অবহেলিত মদনপুরের হাহাকার, হাল ফিরুক সরকারের হস্তক্ষেপে

এককালে ঐতিহ্য, শিক্ষার আলো ও পরিকাঠামোগত অগ্রগতির প্রতীক ছিল খানাকুল থানার অন্তর্গত তাঁতিশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনপুর। লোকমুখে যা 'মদনমোহনপুর' নামেই পরিচিত ছিল জাগ্রত মদনমোহন ঠাকুরের নামে। বর্তমানে সেই গাঁয়ের ঐতিহ্য যেন হারিয়ে যেতে বসেছে এক উদাসীন প্রশাসনিক নীরবতায়।

কথিত আছে, ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের পর পলাতক অশোকরাম সামন্ত এই মদনপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। আজ তাঁরই ১৫-১৬তম বংশধরেরা এই গ্রামে আছেন। ব্রিটিশ আমলে তাঁদেরই পূর্বপুরুষ যতীন সামন্ত এলাকাবাসীর কলকাতা যাতায়াতে সুবিধা করে দিতে যে 'সামন্ত রোড' নির্মাণ করেন, তা আজও সাক্ষ্য বহন করে সামন্তদের অবদানের।

নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এই পরিবারেরই সদস্যরা। তাঁতিশাল নবনলিনী গার্লস হাইস্কুল এবং মদনপুর সতীশচন্দ্র সামন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল তাঁদেরই ঐকান্তিক উদ্যোগ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন প্রাণকৃষ্ণ সামন্ত; তাঁর নামেই স্থাপিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৯০-এর দশক পর্যন্ত ছিল প্রসূতি ও জরুরি চিকিৎসার অন্যতম ভরসাস্থল। আজ সেই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র শুধু সাধারণ জ্বর, পেটব্যথা, জ্বালাযন্ত্রণার গণ্ডিতেই আবদ্ধ।

এই অবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় প্রয়াস চালিয়েছেন ডাঃ এস. পি. সামন্ত। তাঁর পাশাপাশি প্রাক্তন রাজ্য চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাধাকান্ত সামন্তের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লোহার সেতু— মদনপুর-দুর্গাপুর সংযোগকারী এবং দিগরুইঘাটে। অথচ এই ব্রিজগুলিতেই নেই কোনও আলোর ব্যবস্থা, যার ফলে সন্ধ্যার পর এলাকাটি পরিণত হয় মদ ও গাঁজার আসরে।

গ্রামবাসীদের দাবি: মদনপুরের প্রবেশপথে গেট ও আলোর ব্যবস্থা হোক, কুলদেবতা রঘুনাথজীর মন্দির প্রাঙ্গণে হাইমাস্ট লাইট বা সৌরচালিত আলো বসানো হোক, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মদনপুর পর্যন্ত রাস্তাকে গাছ দিয়ে সাজানো হোক, যাত্রী প্রতীক্ষালয় গড়ে তোলা হোক, বাস পরিষেবা বৃদ্ধি করে আরামবাগ-মদনপুর রুটে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ করা হোক (বর্তমানে মাত্র ৩টি বাস)

পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, বিধায়ক ও সাংসদের সম্মিলিত উদ্যোগেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব মদনপুরের হারানো গৌরব। ইতিহাস, ঐতিহ্য আর অবদানের সাক্ষ্য বহনকারী এই গ্রাম যেন না হারিয়ে যায় আধুনিকতার ছলনায় ও প্রশাসনিক উদাসীনতায়— এই আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের অস্বস্তি!

এক পাতার পর

মুখোমুখি হতে প্রস্তুত"। এই ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে—তৃণমূল যদি এখনই দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা না করতে পারে, তাহলে আগামী দিনে নির্বাচনের ময়দানে বিজেপির সঙ্গে কতটা লড়াই করতে পারবে?

এদিকে, বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মতুয়া পরিবারের আরেক সদস্য শান্তনু ঠাকুর তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, "ওদের নেত্রী যেভাবে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ সম্পর্কে কথা বলেছেন, তার পর ছোট নেতাদের থেকে আর কী-ই বা আশা করা যায়? মমতাবালা ঠাকুর নিজেই হাঁড়িকাঠে গলা দিয়েছেন। এখন যা হবার তা হোক"।

এই পরিস্থিতিতে বনগাঁ জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস অবশ্য বিষয়টিকে বড় করে দেখতে নারাজ। তিনি বলেন, "একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় পার্থ ভৌমিক সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে, কর্মীরা তাতে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এটি গুরুতর কিছু নয়"।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি দলের এক সাংসদকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে সংগঠনের কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে দলীয় সংহতি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। মতুয়া সমাজের রক্তক্ষরণ যদি তৃণমূলকে ভোটের ময়দানে ব্যথা দেয়, তা হলে এই ঘটনার আঁচ আরও গভীর হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা

সিআইডির জেরার মুখোমুখি প্রাক্তন উপাচার্য

এক পাতার পর

গ্রেফতার করে। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মীকে পুলিশ ধরে। তবে সিআইডি এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বলে যাঁকে মনে করছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ দফতরের সেই কর্মী ভক্ত মণ্ডল এখনও অধরা রয়ে আছে।

এ দিকে এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ তদন্তেও বেশ কিছু তথ্য উঠে আসায়। তা খতিয়ে দেখার জন্যে হাই কোর্ট সিআইডিকে নির্দেশ দেয়। তার ভিত্তিতেই সিআইডি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিমাই চন্দ্র সাহাকে ১৮ জনু বর্ধমানের সি আই ডি দফতরে তলব করে। নিমাই চন্দ্র সাহার আইনজীবী প্রদীপ্ত সিদ্ধান্ত বলেন,এদিন বেশ কিছু তথ্য জানতে চায় সিআইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা। তবে জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোন ভিডিও রেকর্ডিং করা হয় নি। নিমাইবাবু তদন্তে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা এদিন করেছেন। আগামী দিনেও করবেন। প্রদীপ্ত বাবার কথায় জানা গিয়েছে,সম্ভবত আবার আগামী ৩০ জুন সিআইডি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিমাই চন্দ্র সাহাকে ফের তলব করতে পারে। সিআইডি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৬ টি একাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। ৯ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা এখন জামিনে মুক্ত। ২ জন আগাম জামিন নিয়েছেন। একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে নয়ছয় হয়েছে বলে সিআইডির দাবি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশে সামাজিক কাজেও পুলিশ। নিউ বারাকপুর থানার উদ্যোগে রক্তদান শিবির পুলিশ কর্মীরা

খোঁজখবর, অলোক আচার্য, নববারাকপুর : আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশে পুলিশ এখন সমাজের নানান কাজে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলোর রক্তের ভান্ডারে যোগান বজায় রাখতে নিউ ব্যারাকপুর থানার উদ্যোগে সাজিরহাটের এপিসি কলেজের সামনে বুধবার সকালে এক সামাজিক ভবনে এই রক্তদান শিবির সংঘটিত হয়। এই রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ইন্দ্রবদন ঝা এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ঘোলা তনয় চ্যাটার্জীরা উপস্থিত থেকে রক্তদান করলেন পাশাপাশি রক্ত দাতাদের গোলাপ ফুল দিয়ে উৎসাহিত করলেন। এদিন এই প্রসঙ্গে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝা বলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও শিবিরের আয়োজন হয় নিউ বারাকপুর থানার অফিসার ইনচার্জ সুমিত বৈদ্যর নেতৃত্বে , এদিনের এই আয়োজনে রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্যে বলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিটি থানায় মাঝে মধ্যেই রক্তদান শিবির করা হয়। গরমে ব্লাড ব্যাঙ্কের চাহিদা পূরণে পুলিশের তরফে কিছু শিবির হলে কিছুটা ঘাটতি পূরণ হবে বলে আশাবাদী। বলেন আমি নিজেও রক্তদান করি। গত তিন মাস আগে মোহনপুর থানাতে দিয়েছি। এবার নিউ বারাকপুর থানার শিবিরে দিলাম। এটা রুটিন মাফিক। ভালো লাগে তাই। সকল রক্তদাতাদের কুর্নিশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উপস্থিত ছিলেন বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস, সোদপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের ওসি কুমারেশ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। ব্যারাকপুর মহকুমা বি এন বোস হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় শিবিরে ৪১ জন রক্তদান করেন এদিন। শিবিরটি পরিচালনা করেন থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য।

প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা যুবকের, হাতেনাতে ধরে যুবককে মারধর, হাসপাতালে মৃত্যু অভিযুক্ত যুবকের,

খোঁজখবর ঃ পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া:- প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রমাণ লোপাট করতে মাটিতে পুঁতে ফেলার চেষ্টা করেছিল মদ্যপ যুবক। কিন্তু শেষরক্ষা হলনা। গ্রামবাসীরাই যুবককে ধরে গনপিটুনি দেয়। গণপিটুনিতে পরে মৃত্যু হয় অভিযুক্ত যুবকের। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানা এলাকার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। অভিযোগ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করেছিল অভিযুক্ত মৃত যুবক।

স্থানীয়ভাবে জানা গেছে সোমবার বিকালে পাত্রসায়ের থানা এলাকার একটি গ্রামে বছর দশেকের প্রতিবেশী এক নাবালিকাকে সঙ্গে করে লালু লোহার নামের স্থানীয় এক যুবককে গ্রামের রাস্তায় যেতে দেখেন স্থানীয়রা। তারপর থেকে ওই নাবালিকার কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। সন্ধ্যার মুখে স্থানীয়দের কাছ থেকে জেনে ওই যুবককে চেপে ধরেন নাবালিকার পরিবারের লোকজন। সন্দেহ হওয়ায় ওই যুবককে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে স্থানীয়রা। মদ্যপ যুবকের অসংলগ্ন কথায় স্থানীয়রা একপ্রকার নিশ্চিত হয় ওই নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য মাটিতে পুঁতে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছিল ওই যুবক। যুবকের দেখানো জায়গায় সদ্য খোঁড়া একটি গর্ত এবং তার পাশেই একটি কোদাল দেখতে পান স্থানীয়রা। অদূরেই পড়েছিল নাবালিকার বিবস্ত্র দেহ। এরপরই স্থানীয়রা অভিযুক্ত ওই যুবকের উপর চড়াও হয়ে মারধর করতে শুরু করে। খবর পেয়ে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় লালু লোহার নামের ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পাত্রসায়ের থানার ওই গ্রামে। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি এলাকায় উত্তেজনা থাকায় গ্রামে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। নাবালিকার পরিবারের দাবি নাবালিকাকে ধর্ষণ করে তাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছিল অভিযুক্ত যুবক লালু লোহার। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়না তদন্তের জন্য আজ নাবালিকা ও অভিযুক্ত যুবকের দেহ বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে নাবালিকার পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ ও খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে।

সাংসদের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ: দুটি অত্যাধুনিক জেনারেটর উদ্বোধন ও ব্রিজের শিলান্যাস

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, রায়না :- পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার শ্যামসুন্দর কলেজ এবং মহেশবাটি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুটি অত্যাধুনিক জেনারেটরের উদ্বোধন করলেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডঃ শর্মিলা সরকার। পাশাপাশি, রায়না ১ নম্বর ব্লকের নুতু পঞ্চায়েতের জয়পুর এলাকায় দেবখালের ওপর ৮৫ মিটার দীর্ঘ একটি ব্রিজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন তিনি। এই প্রকল্পগুলির দায়িত্বে রয়েছে জয়শ্রী অটোমোবাইলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।

বৃষ্টিভেজা দিনে একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংসদ জানান, "শ্যামসুন্দর কলেজের অধ্যক্ষ কিছুদিন আগে কলেজের জন্য একটি জেনারেটরের অনুরোধ করেছিলেন। আমি আমার সাংসদ কোটা থেকে তা মঞ্জুর করি। একইসঙ্গে, মহেশবাটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও অত্যাধুনিক জেনারেটর বসানো হয়েছে রুগীদের পরিষেবার কথা মাথায় রেখে।"

ব্রিজ নির্মাণ প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, "জয়পুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল দেবখালের ওপর ব্রিজ নির্মাণ। সেই দাবি আজ পূরণ হতে চলেছে। আমার সাধ্য অনুযায়ী এলাকায় উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাব।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়না বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত, রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পবিত্র রায়, শ্যামসুন্দর কলেজের অধ্যক্ষ গৌরি শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষি-সেচ ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বামদেব মণ্ডল, জয়েন্ট বিডিও অনিরুদ্ধ সাহা সহ আরও অনেকে।

বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত বলেন, "সাংসদ প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, এজন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেবখালের ওপর ব্রিজটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল স্থানীয় দুই গ্রামের মানুষদের।"

অনুষ্ঠান শেষে রায়না থানার উদ্যোগে নির্মিত শিশু উদ্যান পরিদর্শনে যান সাংসদ। তিনি বলেন, "আমি জীবনে এই প্রথম থানার প্রাঙ্গণে এত সুন্দর শিশু উদ্যান দেখলাম। এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ।"

এই দিনটির উন্নয়ন কার্যকলাপ একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করল, তেমনি সরকারি উদ্যোগে একটি নতুন নজির গড়ল।

দুর্গাপুর ব্যারেজের জলে ভাসল অস্থায়ী কাঠের সেতু, জনজীবন বিপর্যস্ত: চরম ভোগান্তিতে পূর্ব বর্ধমানের শিল্প্যাঘাট এলাকা

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা,গলসি :- পূর্ব বর্ধমানের গলসির শিল্প্যাঘাট এলাকায় দামোদর নদের উপর নির্মিত একটি অস্থায়ী কাঠের সেতু দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া এবং লাগাতার বৃষ্টির কারণে আকস্মিকভাবে ভেঙে পড়েছে। বুধবার সকালে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটে, যার ফলে সেতুর মধ্যবর্তী অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তীব্র জলের তোড়ে নদীতে ভেসে যায়। এই ঘটনায় শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন, এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

জানা গেছে, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গত কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে দামোদর নদের জলস্তর অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যায়। নদীর প্রবল স্রোতের চাপ সামলাতে না পেরেই দুর্বল অস্থায়ী কাঠামোর সেতুটি ভেঙে পড়ে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কিছু বুঝে ওঠার আগেই সকালে সেতুর মাঝের অংশটি বিকট শব্দে ভেঙে গিয়ে জলের তোড়ে ভেসে যায়।

সেতু ভেঙে যাওয়ায় নদীর ওপারে বালি লোড করতে যাওয়া কয়েকটি বালির লরি মাঝপথেই আটকা পড়ে গেছে। এই লরিগুলোর চালকরা নিরুপায় অবস্থায় সেতুর ভাঙা অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানো এখন অনিশ্চিত। এর পাশাপাশি, এই অস্থায়ী সেতুটি ছিল শিল্প্যাঘাট এলাকার দুই পাড়ের মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন বহু মানুষ, শ্রমিক এবং ছোট যানবাহন এই সেতু ব্যবহার করে নদী পারাপার করতেন। সেতু ভেঙে যাওয়ায় এখন কার্যত দু'পারের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যা স্থানীয় জনজীবনে এক চরম বিপর্যয় নিয়ে এসেছে।

ভাতারের বেলেন্ডা গ্রামে আন্ডার পাশে কোমর পর্যন্ত জল, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল যাওয়া একরকম বন্ধ

খোঁজখবর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বর্ধমান কাটোয়া রেল যখন ছোট লাইন থেকে বড় লাইন হয় তখন বেলেন্ডা গ্রামের মূল রাস্তাকে আন্ডারপাস করে রেল। প্রথমদিকে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক থাকলেও বর্তমানে সেই নিকাশি নালা বন্ধ হয়ে জল জমছে ওই আন্ডার পাশে। গত কাল থেকে ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে ভাতার ব্লক জুড়ে আজ সকাল থেকেও হচ্ছে বৃষ্টি। যার জেরে ওই আন্ডার পাশে জমেছে জল যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অবিলম্বে ড্রেন সংস্কারের দাবি জানালেন গ্রামবাসী গ্রামের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি যেমন শেখ চাঁদ,শেখ আরিফ, শেখ বাবলু ও পঞ্চায়েত সদস্য সেখ শাহাদ আলী ব্যঙ্গ করে বলেন কেন্দ্র সরকার বলছে অমৃত ভারত রেল পরিষেবা দিবে সাধারণ মানুষকে অথচ একটি আমাদের গ্রামের এই নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করতে পারছে না একদম হাস্যকর ব্যাপার। এ বিষয়ে রেলকে একাধিকবার আমরা জানিয়েছি কোন সমাধান হয়নি। জানিনা কবে সমাধান হবে।

বিরিয়ানী মশলা, চাল এবং ড্রাই ফ্রুট -এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বিয়ে বাড়ীতে অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।
9635507282
এরোমা রাইস এণ্ড স্পাইস
মহাপ্রভু মার্কেট, (বাজাজ শোরুমের বিপরীতে), শ্যামসুন্দর ঃঃ পূর্ব বর্ধমান

ARO
Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India

Analysts, Research & Movement on

- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465